দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

■ অনুমোদন পেতে যাচ্ছে ১৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস নয়

বলা হয়ে থাকে রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে প্রতিবছর যে হারে শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বেরিয়ে আসছে, সেই অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা হয় না। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেও অনেকে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিষয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। এই শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই চলে যায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের চাহিদায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠা শুরু হয় ১৯৯২ সাল থেকে। ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী দেশে এ যাবৎ ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন হয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাকিগুলোর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আইন না মানার অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল আমাদের সময়ের প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাজধানীর অলিগলি ছাড়াও বিভিন্ন নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগেরই মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এর মাঝে নতুন করে ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। প্রস্তাবিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবক আছেন কয়েকজন সংসদ সদস্য। রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় অনুমোদন হতে পারে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মানের হতে হবে। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা এখন একটি লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্যে রূপ নিয়েছে। চারপাশে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে, শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়ার উদ্যোগ চলছে। শিক্ষার মানের সঙ্গে যেন আপস করা না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার যেসব শর্ত রয়েছে তা পূর্ণ করেই যেন অনুমোদন দেওয়া হয়। আমরা মনে করি, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই আইন মেনে চলা উচিত।